যুগান্তর

তারিখ ... 11 DEC 2013 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ৪ ...

যথাসময়ে জেএসসি জেডিসির ফল প্রকাশ অনিশ্চিত

সম্ভাব্য তারিখ ৩১ ডিসেম্বর

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান না হলে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশেও বিলম্ব ঘটবে। একই কারণে এই পরীক্ষা গ্রহণ কাজ পদে পদে বিঘ্নিত হয়। এমনকি নির্ধারিত সময়ের তিন দিন পর পরীক্ষা গ্রহণ শেষ হয়। এ নিয়ে এ পরীক্ষার ১৯ লাখ শিক্ষার্থীর তাই অনিশ্চয়তায়ই থাকতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ফলপ্রকাশে বিলম্ব ঘটার একমাত্র কারণ হচ্ছে খাতা মূল্যায়নের সমস্যা। দিনের পর দিন অবরোধ কর্মসূচির কারণে শিক্ষা বোর্ডগুলি খাতা মূল্যায়নের জন্য বিতরণ করতে পারছে না। আর খাতা মূল্যায়ন বিলম্বিত হলে স্বাভাবিকভাবেই ফলপ্রণয়ন এবং প্রকাশ কার্যক্রমও পিছিয়ে যাবে। যদিও সরকারের এখন পর্যন্ত ৩০ ডিসেম্বর ফলপ্রকাশের চিন্তাভাবনা রয়েছে।

অনিশ্চিত : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

অনিশ্চিত : ফলপ্রকাশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, সে অনুযায়ী বিভিন্ন বোর্ডকে ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম জানান, খাতা মূল্যায়নে তারা বেশ হিমশিম খাচ্ছেন। নির্ধারিত দিনে তারা খাতা মূল্যায়নের জন্য বিতরণ করতে পারেননি। কেননা, তার বোর্ডের অধীন বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন যে, ঝুঁকি নিয়েও কোনো শিক্ষকের হাতে খাতা তুলে দিতে পারছেন না।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শেখ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, ৬ ডিসেম্বরের পরও তাদের পরীক্ষার খাতা বণ্টনের তারিখ ছিল। অবরোধের খবর শুনে যদিও ওইদিনই (৬ ডিসেম্বর) সব খাতা তারা বিতরণ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য বোর্ড হয় তো তাদের কাজ শেষ করতে পারেনি। তিনি বলেন, খাতা বিতরণ করা সম্ভব হলেও এখন চ্যালেঞ্জ খাতা সংগ্রহ করে ফলপ্রণয়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া। আর জেএসসির ক্ষেত্রেই যেখানে অন্যান্য বছর ৪৫ দিন সময় পাওয়া যেত, সেখানে এবার পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৫ সপ্তাহ। সুতরাং সব দিক থেকেই তারা চাপে রয়েছেন।

৪ নভেম্বর এই পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওইদিন বিরোধী জোটের অবরোধ কর্মসূচি ছিল। এ কারণে পরীক্ষা সেদিন নেয়া সম্ভব হয়নি। একইভাবে ৬ নভেম্বরের পরীক্ষাও পিছিয়ে যায়। এ অবস্থায় ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হয় পরীক্ষা। এভাবে একের পর এক হরতাল ও অবরোধের কারণে মোট ১১টি পরীক্ষার মধ্যে ৬টিরই তারিখ পরিবর্তন করতে হয়। যার ধারাবাহিকতায় ২০ নভেম্বরের পরিবর্তে ২৩ নভেম্বর পরীক্ষা শেষ হয়। একটি সূত্র আভাস দিয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর ফলপ্রকাশের চিন্তাভাবনা রয়েছে। তবে এর আগে সম্ভব হলে প্রকাশ করা হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক তাসলিমা বেগম যুগান্তরকে বলেন, অন্যান্য পরীক্ষার ফল তারা ৬০ দিনের মধ্যে প্রকাশ করে থাকেন। সে হিসেবে ২৩ জানুয়ারি হয়। তবে যেহেতু নতুন ক্লাসে ভর্তির বিষয়টি সামনে রয়েছে, তাই তাদের ডেটলাইন হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর। ওই সময়ের মধ্যেই ফলপ্রকাশের চেষ্টা করা হবে, যতটা সম্ভব হয়। একই কথা বলেছেন যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম। এবার জেএসসিতে ১৫ লাখ ৮৭ হাজার ৩১৩ জন এবং জেডিসিতে তিন লাখ ১৫ হাজার ৪৩৩ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। সবমিলিয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯ লাখ দুই হাজার ৭৪৬। এ বছর ২৪২০টি কেন্দ্রে ২৭ হাজার ৭৪৮টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়। ২০১০ সাল থেকে জেএসসি ও ২০১১ সাল থেকে জেডিসি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।